দৈনিক ইত্তেফাক

তথ্য প্রযুক্তি

কথা রেখেছে সাত তরুণের ত্রিমাত্রিক

টিভির পর্দা কাঁপিয়ে দেখো দেখো সবাই দেখো বিজ্ঞাপন চিত্রটি দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা সাত তরুণের এনিমেটেড বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ত্রিমাত্রিক প্রথম নজর কাড়ে ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে। ইউরোকোলার এই ত্রিমাত্রিক কার্টুন বিজ্ঞাপনটি শুধু নজর কেড়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং শিশু থেকে বৃদ্ধ, প্রায় সবারই মন জয় করেছে এটি।

আমাদের দেশে মাল্টিমিডিয়ার জোয়ার এসেছে বেশ অনেকদিন হলো। একসময় এদেশের তরুণ সমাজ আইটি পেশাজীবী বলতে শুধু প্রোগ্রামার বুঝলেও বর্তমানে এই গণ্ডি ভেঙে আইটিপ্রেমী তারুণ্যের প্রথম পছন্দ মাল্টিমিডিয়া। অনেক তরুণই আইটি ক্যারিয়ার বেছে নেবার সময় প্রাধান্য দিচ্ছেন মাল্টিমিডিয়াকে।

কিন্তু তারুণ্যের পছন্দ, আগ্রহ উচ্ছ্বাস সবই ম্লান হয়ে যাচ্ছে প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির অসমাঞ্জস্যে। অনেকদিন হয়ে গেলেও আমাদের দেশীয় মাল্টিমিডিয়া নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি। মূলত টুকটাক ইন্টার একটিভ সিডি এবং বিদেশী ছবি বা কার্টুনে বাংলা সংলাপ সংযোজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকেছে তাদের সামর্থ্যের দৌড়। মাল্টিমিডিয়ার চরম সার্থকতা যখন এনিমেশন চিত্র, সিমেনার দৃশ্যে এনিমেশন সংযোজনের মাধ্যমে দৃশ্যকে চিত্তাকর্ষক করা কিংবা এনিমেটেড বিজ্ঞাপন সেখানে এদেশী খুব অল্প কিছু মাল্টিমিডিয়া প্রতিষ্ঠানই পা রাখতে সক্ষম হয়েছে মাল্টিমিডিয়ার সত্যিকার ভুবনে। এ দাবীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে দেশের প্রথম মাল্টিমিডিয়া মেলায়। অংশগ্রহণকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠানের মাত্র একটি কাজ করছে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে। আর সেটি এই ত্রিমাত্রিক। ইউরোকোলার বিজ্ঞাপন দিয়ে সবার নজর কাড়লেও তাদের ঝুলিতে যেমন ছিল একাধিক বিজ্ঞাপন তৈরীর কৃতিত্ব, তেমনি বিগত ছ'মাসে একাধিক নতুন বিজ্ঞাপন তৈরী এটাই প্রমাণ করে কাজের প্রতি ত্রিমাত্রিকের আন্তরিকতা কতখানি। একাধিক প্রতিষ্ঠান যখন একই কাজে নেমে শুধু পর্যাপ্ত কাজের অভাবে প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে ত্রিমাত্রিক সেখানে অতিক্রম করেছে একের পর এক মাইলফলক।

এনিমেটেড বিজ্ঞাপন কতটা ফলপ্রসূ- যারা এনিয়ে শঙ্কিত তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, ইউরোকোলার প্রথম বিজ্ঞাপনচিত্র যেখানে মডেলকন্যা শ্রাবন্তীর বৃষ্টিভেজা শরীরকে মুখ্য হিসেবে দেখান হয়েছিল সেখানে দ্বিতীয় সফল বিজ্ঞাপনচিত্রটি ছিল দেখো দেখো সবাই দেখো.... জিঙ্গেলসের এনিমেটেড বিজ্ঞাপনটি। আর নতুন বছরে এই একই জিঙ্গেলসে নতুন এনিমেটেড বিজ্ঞাপন এটাই প্রমাণ করে যে প্রচলিত ধারার সুন্দরী মডেলের বিজ্ঞাপনের ভীড়ে এনিমেটেড এসব বিজ্ঞাপনচিত্র কোনভাবেই ব্যবসা অসফল নয়।

সেজন্যই ত্রিমাত্রিকের টুপিতে যুক্ত হচ্ছে একের পর এক সাফল্যের পালক। ক্রোমাটেকনিকের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক জগতে তৈরী স্টেজে শিশুদের নাচ ব্যবহার করে তাদের তৈরী ক্যাপ্টেন চিপসের বিজ্ঞাপন গত ঈদুল ফিতরে টিভিতে প্রচারিত হলেও বর্তমানে ক্যাপ্টেন চিপসের সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে বিজ্ঞাপটির প্রচার বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি মাশরাফি বিস্কিটের বিজ্ঞাপন পাওয়ার বিস্কিট ও গ্লুকোজ ডি তৈরী হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক এনিমেটেড চিত্র হিসেবে। অরেঞ্জ পাই ও টিফিন বিস্কিট আসছে সাধারণ বিজ্ঞাপনে এনিমেশনের হালকা ছোঁয়া নিয়ে এবং ক্রোমাটেকনিকে তৈরী হচ্ছে পাইনাপেল সুইটহার্ট বিস্কিটের বিজ্ঞাপন। একই সাথে মিল্টন বিস্কিটের প্রোটিন প্লাস, ডায়মন্ড এগ নুডুলস, দেশ ইন্সট্যান্ট লাচ্ছা সেমাই, একটি নতুন ফেয়ারনেস ক্রিম, ব্রিটল বিস্কিট রয়েছে তাদের নতুন কাজের তালিকায়। পাশাপাশির আইয়ুব বাচ্চুর গান 'তোমার মাঝে স্বপ্নের শুরু'র সাথে সানক্রেস্টের বিজ্ঞাপনটি ইতিমধ্যেই টিভিতে বহুল প্রচারিত হচ্ছে। ত্রিমাত্রিকের চেয়ারম্যান রিপন নাগ বলেন, আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো যারা তাদের পণ্যের জন্য বিজ্ঞাপন তৈরী করেন, তাদের অধিকাংশই মনে করেন মডেল ছাড়া বিজ্ঞাপন হিট হয় না। তাছাড়া কেউ এনিমেশন করানোর কথা চিন্তা করলেই ভারতকে বেছে নেন শুরুতেই। অথচ এনিমেটেড বিজ্ঞাপন যে দেশে তৈরী সম্ভব এবং এগুলোও যে দারুণ হিট করতে পারে ইউরোকোলার বিজ্ঞাপনই তার প্রমাণ।

রিপন নাগ, মোঃ আলম, আশিক মোহাম্মদ জলি, বজলুর রহমান বিপ্লব, মহসিনুজ্জামান খান রুবেল, জহুরুল ইসলাম বনি এবং মোহাম্মদ ফয়সাল যে স্বপ্ন নিয়ে ত্রিমাত্রিক শুরু করেন তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের এখনও অনেক দেরী। নতুন কিছু করা আর উপহার দেবার স্বপ্ন এখনও লালন করে এই সাত তরুণ।

রিপন নাগের ক্ষোভ আমাদের দেশে সিনেমায় এনিমেশন ব্যবহারের এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র রয়েছে অথচ দেশে যে ধারায় সিনেমা তৈরী হচ্ছে তাতে চলছে কাটপিসের রাজত্ব। সরাসরি বিদেশী ছবির দৃশ্যই কেটে সংযোজন করা হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে। বিদেশী ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানকে একেবারেই প্রাধান্য দিচ্ছেন না পরিচালনকারা। সরাসরি ভিসিডি থেকেই গ্রহণ করছেন তারা সেসব দৃশ্য।

এরপরও আমাদের তরুণেরা থেমে নেই। পত্রিকার পাতায় খবর ছাপানোর অভিপ্রায়ে নয়, কাজ করার উদ্দেশ্যেই যে ত্রিমাত্রিকের জন্ম তা তাদের লাগাতার কাজের পরিমাণই বলে দেয়। আমরা আশা করতে পারি, এসব তরুণই আমাদেরকে নিয়ে যাবে বিশ্ববাজার।

❑ মোঃ মারুফ হোসেন

ওয়েব গাইড

ইন্টারনেটে ডাক্তারী ডক্টরস অব বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মেডিক্যাল ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল-এর সংখ্যা অনেক হলেও এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের ওয়েব পোর্টাল রয়েছে খুবই কম। www.doctorsofbangladesh.com-তেমনই একটি ওয়েব পোর্টাল। এই সাইটটি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ মেডিক্যাল ওয়েব পোর্টাল, যা ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড ২০০৩ এ E-health সেক্টরে বাংলাদেশের মনোনীত ওয়েব সাইট। মেডিক্যাল তথ্যসমৃদ্ধ এই ওয়েব সাইটটিতে রয়েছে বাংলাদেশের প্রায় সাতশ এর অধিক বিভিন্ন স্পেশালিষ্ট ডাক্তারদের নাম, ঠিকানা, তারা কখন রোগী দেখেন, ভিজিট কত, রোগীদের প্রতি তাদের উপদেশ, তাদের অভিজ্ঞতাসহ আরো অনেক তথ্য। আরো রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, হসপিটাল, ক্লিনিক ও বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলো সম্পর্কে তথ্য। জানা যাবে এইডস, এ্যাজমা, ক্যান্সার, জন্ডিস, মানসিক রোগসহ বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা, দেশ বিদেশের মেডিক্যাল সম্পর্কিত বিভিন্ন নিউজ, গবেষণা ও এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ। ডাক্তাররা চাইলে অনলাইনে দেশের যে কোন স্থানে বসেই এই পোর্টালের মেম্বার হতে পারবেন। এর জন্য online membership-এ ক্লিক করে ফর্মটি পূরণ করে Submit করে দিলেই হবে। তৈরি হয়ে যাবে ঐ ডাক্তারের একটি ওয়েব পেইজ ও একটি ই-মেইল একাউন্ট। খুব শীঘ্রই এখানে যুক্ত করা হচ্ছে দেশের দুস্থ ও জটিল রোগীদের জন্য বিশেষ সাইট, যেখানে থাকবে তাদের রোগের কেস স্টাডি, টেষ্ট রিপোর্টসহ সকল তথ্য। যাতে করে যে কোন ডাক্তার বিশ্বের যে কোন স্থান থেকেই এই রিপোর্টগুলো দেখে এসকল দুস্থ রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন। সাইটটি সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন www.doctorsofbangladesh.com। যোগাযোগঃ টেক ডোমেইন, বিএসআরএস ভবন (নবম তলা), ১২ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫। ফোনঃ ০১৮১২৯৪৬২, ০১১৮৩৩৪২৭। ❑

ভ্যালেনটাইন ডটকম

আসছে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভ্যালেনটাইন ডেকে সামনে রেখে পাঠকদের লেখা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি'তে বিশেষ ভ্যালেনটাইন সংখ্যা বের করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো বা কম্পিউটার শিখতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতা হল– কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে করতে পেয়ে গেলেন মনের মত একজন বন্ধু-এ ধরনের যেকোন বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে পাঠাতে পারেন। এ বিষয়ক গল্প, ফিচার, ছড়া, কবিতা অথবা ব্যাঙ্গাত্মক রচনাও সাদরে গৃহীত হবে।

লেখা অবশ্যই কাগজের এক পিঠে লিখবেন এবং প্রতিটি লেখার সঙ্গে লেখকের নাম- ঠিকানা, ইমেইল এড্রেস (যদি থাকে) দিতে হবে। তবে কেউ নাম- ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে তার নাম- ঠিকানা ছাপা হবে না।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা– তথ্যপ্রযুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।